সংবাদ

তারিখ 27 DEC 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার শিক্ষার্থী পাবে বিনামূল্যের বই : শিক্ষামন্ত্রী

● অনুমোদনহীন বই পড়ালে শাস্তি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

১ জানুয়ারি দেশের প্রাথমিক, ইবতেদায়ি, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়া হবে। ওইদিন দেশের তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থীর হাতে প্রায় ২৭ কোটি বিনামূল্যের বই পৌঁছে দেয়া হবে। এ বছর শিক্ষার্থীদের কাছে প্রায় ১৭ কোটি চার রঙের বই বিতরণ করবে সরকার। বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসবের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এসব বই তুলে দেয়া হবে। পাঠ্যবই উৎসব চলবে এক সপ্তাহ।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেবেন। পরের দিন ১ জানুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের উদ্বোধন করা হবে।

মন্ত্রী জানান, এবার প্রাথমিকে ১০ কোটি ৭৮ লাখ ৬২ হাজার ৭১৪টি, ইবতেদায়িতে এক কোটি ৭২ লাখ এক হাজার ৪০টি, মাধ্যমিকে ১১ কোটি ৪৮ লাখ ২১ হাজার ৩৩১টি, মাদ্রাসায় দুই কোটি পাঁচ লাখ ৯৫ হাজার ৫৪০টি এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর কাছে বিনামূল্যের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

বিনামূল্যের : বই

(১-এর পৃষ্ঠার পর)

১৩ লাখ ২৮ হাজার ৪০১টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। নতুন বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীরা খালি হাতে স্কুলে যাবে, উৎসব পালন করবে এবং নতুন বই হাতে বাড়ি ফিরবে। এছাড়া বছরের প্রথম দিন থেকে ই-বুকে www.ebook.gov.bd এবং এনসিটিবির ওয়েবসাইট থেকে www.nctb.gov.bd সব বই বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। বিনামূল্যে বিতরণের [illegible] গেলে [illegible] কিনতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগে টাকা দিয়েও বই পাওয়া যেত না। এখন বিনামূল্যে বই দেয়ার ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া কমেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। ১ জানুয়ারি বই পাওয়া যাবে কিনা এ নিয়ে যেন কারও সন্দেহ না থাকে। ১০ হাজার ৫০৭টি ট্রাকে করে সারাদেশের উপজেলায় বই পাঠানো হচ্ছে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। সরকার নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাইরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্য বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, কোন স্কুল অতিরিক্ত বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছে কি না মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তাদের তালিকা করা হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, মাধ্যমিক পর্যায়ে এবার তিনটি বই বেড়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমের বইয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে গত সোমবার পর্যন্ত ৯৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ বই উপজেলায় পৌঁছে গেছে জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, বাকি বইগুলো অবশ্যই এ মাসের মধ্যেই উপজেলায় পৌঁছানো হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এ বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ১১১টি বই প্রণয়ন করা হয়েছে। এক হাজার ৪০১ জন শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও গবেষক এসব বই প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সারাদেশের প্রায় ৩৬ হাজার শিক্ষকের মতে কর্মশালা করে সবার মতামতের ভিত্তিতেই কারিকুলাম যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রথমবারের মতো ২০১০ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের দুই কোটি ৭৬ লাখ ৬২ হাজার ৫২৯ জন শিক্ষার্থীকে ১৯ কোটির অধিক বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়- এমন তথ্য জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরে একটি বিশেষ মহল এনসিটিবির গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরকম শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ২০১১ ও ২০১২ সালে বইয়ের সংখ্যা ২৩ কোটিতে উন্নীত করতে হয়। এবার তিন কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থীর বই দিতে হবে প্রায় ২৭ কোটি। অর্থাৎ গত তিন বছরে ঝরে পড়া রোধ হয়ে ও নতুন ভর্তি বেড়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার মানবৃদ্ধির কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে বলেও মন্ত্রী জানান। এই সরকারের আগে কখনোই ১ জানুয়ারিতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব হয়নি এমন তথ্য জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, তখন বই কিনতে মার্চ-এপ্রিল মাস গড়িয়ে যেত। তখন শুধু প্রাথমিকের ৪০ শতাংশ বই নতুন ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো- বাকিরা পেত পুরনো বই। সেক্ষেত্রে দরিদ্র-অবহেলিত শিক্ষার্থীরাই নতুন-পুরনোর বৈষম্যের শিকার হতো। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।